‘মেলা-ঝামেলা’ ও হতভাগা বঙ্গবন্ধু

কর্ণফুলী রিপোর্ট

গত দু হপ্তা আগে সিডনীতে আসন্ন বৈশাখী মেলা সম্পর্কে কর্ণফুলীতে একটি ঘোষনা প্রচারিত হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার একই শহরে একই আদর্শে বিশ্বাসী ত্রিভঙ্গ ‘বঙ্গবন্ধু পরিষদে’র দুটি অংশ একই দিনে অর্থাৎ আগামী ২১শে এপ্রিল দিনব্যাপী তাদের এবারের বৈশাখী মেলা উদযাপন করতে যাচ্ছেন। সিডনীর এই ‘মেলা-ঝামেলা’ নিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে নানারকম বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন তবে তার নামে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা এসকল সংগঠনগুলোর কেলেঙ্কারী প্রত্যক্ষ করে দুঃখে তিনি নিজেই ভাড়াটিয়া খুনি ডেকে এনে আত্মহত্যা করতেন (*মার্সি কিলিং*)। সিডনীতে বঙ্গবন্ধুর নামে তৃতীয় আরেকটি পরিষদের জন্ম হয়েছে মাত্র তিন’হপ্তা আগে। রত্নগর্ভা এই সংগঠনটি সিডনীতে প্রসব করেছে আরো নুতন কিছু নেতা। ‘মেলা-ঝামেলা’ মাথায় নিয়ে আতুড়ঘরের দরোজা খোলার আগেই এই নবজাতক সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে আগামী ১৪ই এপ্রিল। বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে সিডনীতে চতুর্থ বঙ্গবন্ধু পরিষদের ভ্রুন ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছে এবং অতি সহসা বীরদর্পে সিডনীতে ওরা আত্মপ্রকাশ করবে। আসন্ন নবাগত সংগঠনটির কথা শুনে কমিউনিটির উৎসুক কয়েকজন আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলেন, ‘ঘরে ঘরে নেতা গড়ে তোল, কারন যত নেতা তত দল, আর যত দল তত মেলা - - - - আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে - - -’।

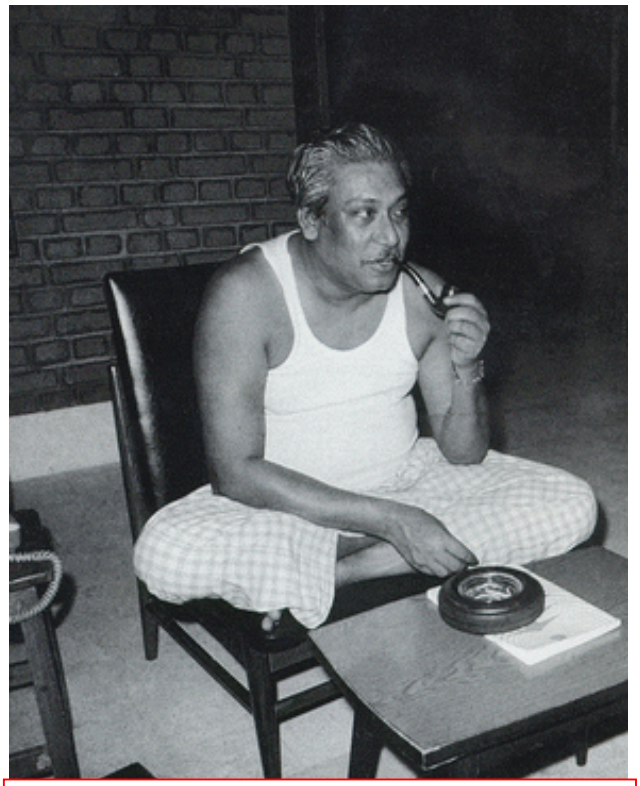

তামুক-চোঙা মুখে ঘরোয়া পরিবেশে বঙ্গবন্ধু শে: মু: রহমান

পাঠক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অনুরোধে আসন্ন ‘মেলা-ঝামেলা’ নিয়ে দু পক্ষের কর্ণধারকে একই ধরনের একটি প্রশ্নমালা সম্প্রতি ফ্যাক্স ও তড়িৎডাকে পাঠানো হয়েছিল। তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতী অনুযায়ী সময়সীমা নির্ধারন করা হলেও এক পক্ষ থেকে কোন সন্তুষজনক উত্তর আজো পাওয়া যায়নি। আগামী সংখ্যায় (১১ই মার্চ ২০০৭) কর্ণফুলীতে দেখুন তাদের কাছে কি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। উক্ত প্রশ্নমালা পড়েই আশাকরি আমাদের পাঠকরা বুঝে নেবেন, চিনে নিবেন, এরা কারা, বাস্তবে এরা কি চায়। দেশত্যাগী এসকল তথাকথিত নেতারা সুসভ্য সমাজ এবং গনতান্ত্রিক ভুমিতে বাস করেও কিভাবে ‘অগনতান্ত্রিক ডিম্ব’তে ৪২০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় অতি যতনে তা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রবাসী সমাজে এসকল নেতা-পুজারী ভঙ্গুর সংগঠনগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং অষ্ট্রেলিয়াতে নবাগত প্রজন্মের কাছে তথাকথিত এসকল নেতাদের গ্রহনযোগ্যতা কতটুকু, সময় কথা বলবে।

কর্ণফুলী রিপোর্ট